অভিবাসন ঋণ

বাংলাদেশী কোন নাগরিক চাকুরীর উদ্দেশ্যে অন্য কোন দেশে গমন করিলে অর্থ্যাৎ ওয়েজ আর্নারের জন্য কোন ব্যাক্তি বিদেশ গমন করিলে সে ক্ষেত্রে ব্যাংক ঐ ব্যাক্তির ঋণের আবেদনের প্রেক্ষিতে সহজ শর্তে জামানতে বা জামানত ব্যাতিরেকে ঋণ প্রদান করবে যা অভিবাসন ঋণ হিসাবে আখ্যায়িত হইবে।

(১) ব্যাংক ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা ঃ

ক) বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে ;

খ) শাখার অধিক্ষেত্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। স্থায়ী বাসিন্দা না হলে অধিক্ষেত্রের একজন বাসিন্দাকে ঋণের গ্যারান্টার করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় সারা দেশব্যাপি শাখা সম্প্রসারণ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলের ঋণ আবেদনকারীর অনুকুলে ঋণ মঞ্জুর করা যাবে।

গ) বয়স সাধারনত: ১৮ বৎসর বা তদুর্দ্ধ হতে হবে।

ঘ) অন্য কোন ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ এনজিও অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি যোগ্য বিবেচিত হবে না।

(০২) ঋণের আবেদন ফরম ও ফিস ঃ

ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। শাখায় ঋণ আবেদন দাখিল কালে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে ।

(৩) ঋনের গ্যারান্টারের যোগ্যতা ঃ

ঋণ পরিশোধে সক্ষম ঋণ আবেদনকারীর পিতা/মাতা/ভাই/বোন/ স্বামী/স্ত্রী গ্যারান্টার হতে পারবেন। উল্লেখিত ব্যাক্তি ব্যাতিত ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন ব্যাক্তি যিনি চাকুরী/ব্যবসা বানিজ্য করেন তিনিও গ্যারান্টার হতে পারবেন।। চাকুরী/ব্যবসা বানিজ্যে নিয়োজিত একজন গ্যারান্টার ২/৩ জন ঋণ আবেদনকারীর গ্যারান্টার হতে পারবেন।

(০৪) আবেদনকারীর/গ্যারান্টারর স্থায়ী ঠিকানা ঃ

নিজ নামে অথবা পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রীর নামে যে এলাকায় বাড়ী থাকবে অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র কার্ডে উল্লেখিত স্থায়ী ঠিকানা আবেদনকারীর/গ্যারান্টারের স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে বিবেচিত হবে।

(০৫) শাখার অধিক্ষেত্রের বাহিরের আবেদনকারীকে ঋণ প্রদান ঃ

ক) প্রারম্ভিক অবস্থায়, অধিক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট না থাকলেও যখন অধিক্ষেত্র নির্ধারন হবে সে সময় শাখার অধিক্ষেত্রের বাহিরে ঋণ প্রদান করা হলে ঋণ আবেদনকারীর স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণস্বরূপ জাতীয় পরিচয়পত্র কার্ড , ইউপি চেয়ারম্যান/ কমিশনার প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহন করতে হবে। স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তা যাচাই করতে হবে।

(০৬) মুনাফার হার ঃ

পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হবে। বর্তমানে মুনাফার হার হবে ৯% (নয়) ফ্লাট রেট। তবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা উর্দ্বে ঋণ প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে মুনাফার হার হবে ১১% (এগার) ফ্লাট রেট। কোন ঋণ গ্রহীতার ঋন মেয়াদোত্তীর্ণ হলে সেক্ষেত্রে ঋণের উপর অতিরিক্ত ৩% হারে মুনাফা চার্জ হবে।

(০৭) ঋণ সীমা ঃ

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দেশভেদে নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়। কোন ঋণ আবেদনকারীর চাকুরীর বেতন সন্তোষজনক পর্যায় থেকে বেশী হলে সেক্ষেত্রে ২ মাসের বেতনের সমপরিমান টাকা নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় থেকে বেশী ঋণ অনুমোদনের সুযোগ থাকবে।

(০৮) ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাত ঃ

ঋণ গ্রহীতা ঋন গ্রহনের সময় নিজ উৎস হতে যে পরিমান বিনিয়োগ করবে তাই ঋণ গ্রহীতার ইক্যুইটি। সাধারনক্ষেত্রে, ঋণঃ ইক্যুইটি অনুপাত হল ৭০ঃ ৩০। অভিবাসন ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার ইক্যুইটি বাধ্যতামুলক নয়।

(০৯) ঋণের মেয়াদকাল ও পরিশোধসূচী ঃ

ঋণের মেয়াদকাল হবে ঋণ আবেদনকারী গমনেচ্ছুক দেশের ভিসায় উল্লেখিত চাকুরীর মেয়াদ বিবেচনা করে ০১ (এক) বৎসর হতে সর্ব্বোচ্চ ০৩ (তিন) বৎসর এবং পরিশোধসূচী হবে ২ (দুই) মাস গ্রেস পিরিয়ড বাদ দিয়ে সমমাসিক কিস্তিতে আসল ও মুনাফাসহ কিস্তির পরিমান যা মঞ্জুরীপত্রে উল্লেখ থাকবে।

(১০) ঋণ আবেদন নিস্পত্তি ঃ

ঋনের পরিমান যাই হোকনা কেন দরখাস্ত প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে ঋণ আবেদন নিস্পত্তি করতে হবে। ঋন আবেদন গ্রহনযোগ্য না হলে ঋণ আবেদনকারীকে দ্রুত জানিয়ে দিতে হবে।

(১১) সঞ্চয়ী হিসাব ঃ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমা করে ঋণীরা পুঁজি গঠন করবে এবং নিজেরাই স্বাবলম্বী হবে এবং একদিন ব্যাংক ঋণ নেয়ার প্রয়োজন পড়বেনা - এছাড়া ঋণের কিস্তি খেলাপ হলে সঞ্চয়ের অর্থ হতে তা সমন্বয় করা যাবে - এ বিবেচনায় ঋণ গ্রহীতাকে বাধ্যতামুলকভাবে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। মুলত ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু না হওয়ায় ঋণ বিতরনের সময় ন্যুনতম ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা জমা গ্রহন করে হিসাব খুলতে হবে এবং কিস্তি জমার সময় নিয়মিতভাবে ঋণী থেকে ন্যুনতম ১০০/- (একশত) টাকা সঞ্চয় হিসাবে জমা প্রদানের জন্য আদায় করতে হবে। এছাড়া ব্যাংকিং কার্যক্রম চালূ হলে ঋণীগণ এ হিসাবের মাধ্যমে বিদেশ হতে রেমিট্যান্স প্রেরণ করতে পারবেন। এজন্য সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গ্রহনপূর্বক তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

(১২) ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতা ঃ

অভিবাসন ঋণের পরিমান যাই হোক না কেন ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর উপর ন্যস্ত থাকবে । ঋনের আবেদন গ্রহনের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে শাখা কর্তৃক তদন্ত ও পরিদর্শন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সম্পন্ন করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর ঋণ প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট শাখার অপরাপর কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবরে/প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

(১৩) হিসাব পদ্ধতি ঃ

আলোচ্য ঋণের বিতরন, আদায়, মুনাফা চার্জ, আদায়কৃত মুনাফা আয় খাতে স্থানান্তর ইত্যাদির হিসাব পদ্ধতি বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের হিসাব বিভাগ হতে আলাদা নির্দেশনা জারী করা হবে। তদুপরি মুনাফার হিসাবায়ন পদ্ধতি নিম্নরূপ –

০১। <u>নিম্নরূপভাবে ঋণ হিসাবে মুনাফা আরোপ করতে হবে</u> ঃ

(ক) ফ্লাট রেটে বার্ষিক ১১% হারে মুনাফা আরোপ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রোডাক্টকে ৩৬০ দিয়ে ভাগ করতে হবে।

উদাহরণ ঃ এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে সুদ চার্জের ক্ষেত্রে

$$\text{সুদ} = \frac{\text{আসল} \times ৯১ \times \text{মুনাফা হার}}{৩৬০ \times ১০০}$$

মুনাফা হিসাবায়নের উদাহরন নিম্নরূপ-

১৫/১০/২০১০খ্রিঃ তারিখে অভিবাসন/পূণর্বাসন ঋণ খাতে =৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ ০৩ বছর মেয়াদে মঞ্জুর করা হ'ল। ২৫/১০/২০১০খ্রিঃ তারিখে ঋণের ১ম কিস্তি এবং ০৫/১১/২০১০খ্রিঃ ২য় কিস্তির টাকা বিতরণ করা হ'ল। ঋণটির ১ম বছর পূর্তি হবে ২৪/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে, ২য় বছর পূর্তি হবে ২৪/১০/২০১২ খ্রিঃ এবং ৩য় বছর পূর্তি হবে ২৪/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে। ১ম বছর =১৬,০০০/- টাকা, ২য় বছর =১৭,০০০/- টাকা এবং ৩য় বছর =১৭,০০০/- টাকা আদায় হলে ১ম বছর শেষে ঋণের স্থিতি দাড়াবে (৫০,০০০/- - ১৬,০০০/-) = ৩৪,০০০/- টাকা এবং ২য় বছর শেষে স্থিতি দাড়াবে (৩৪,০০০/- - ১৭,০০০/-) = ১৭,০০০/- টাকা এবং ৩য় বছর শেষে স্থিতি দাড়াবে (১৭,০০০/- - ১৭,০০০/-) = ০/- টাকা। উক্ত ঋণের উপর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিম্নরুপ মুনাফা হিসাবায়ন করতে হবেঃ

২৫/১০/১০খ্রিঃ হতে ৩১/১২/১০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৬৮ দিনের মুনাফা	৫০,০০০/- × ১২ × ৬৮ ১০০ × ৩৬০	=১১৩৩.৩৩ বা ১১৩৩/- টাকা
০১/০১/১১ খ্রিঃ হতে ৩১/০৩/২০১১খ্রিঃ পর্যন্ত ৯০ দিনের মুনাফা	৫০,০০০/- × ১২ × ৯০ ১০০ × ৩৬০	=১৫০০/- টাকা
০১/০৪/১১খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/১১খ্রিঃ পর্যন্ত ৯১ দিনের মুনাফা	৫০,০০০/- × ১২ × ৯১ ১০০ × ৩৬০	=১৫১৬/- টাকা
০১/০৭/১১খ্রিঃ হতে ৩০/০৯/১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৯২ দিনের মুনাফা	৫০,০০০ × ১২ × ৯২ ১০০ × ৩৬০	=১৫৩৩/- টাকা

ঋণটি ২৪/১০/২০১১খ্রিঃ তারিখে বর্ষ পূর্তি হবে। সুতরাং বর্ষ পূর্তি পর্যন্ত ০১নং সূত্রানুসারে এবং ২৫/১০/২০১১খ্রিঃ তারিখ হতে ২৪/১০/২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০২ নং সূত্রানুসারে হিসাবায়ন করতে হবেঃ

০১/১০/১১খ্রিঃ হতে ২৪/১০/১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২৪ দিনের মুনাফা (০১ নং সুত্রানুসারে)	৫০,০০০/- × ১২ × ২৪ ১০০ × ৩৬০	=৪০০/- টাকা
২৫/১০/১১ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১১খ্রিঃ পর্যন্ত ৬৮ দিনের মুনাফা (০২ নং সুত্রানুসারে)	৩৪,০০০/- × ১২ × ৬৮ ১০০ × ৩৬০	=৭৭১/- টাকা
	মোট	=১১৭১/- টাকা
০১/০১/১২খ্রিঃ হতে ৩১/০৩/১২খ্রিঃ পর্যন্ত ৯০ দিনের মুনাফা	৩৪,০০০/- × ১২ × ৯০ ১০০ × ৩৬০	=১০২০/- টাকা
০১/০৪/১২খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৯১ দিনের মুনাফা	৩৪,০০০/- × ১২ × ৯১ ১০০ × ৩৬০	=১০৩১/- টাকা
০১/০৭/১২খ্রিঃ হতে ৩০/০৯/১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৯২ দিনের মুনাফা	৩৪,০০০/- × ১২ × ৯২ ১০০ × ৩৬০	=১০৪৩/- টাকা

২৪/১০/২০১২খ্রিঃ তারিখে ঋণের ২য় বর্ষ পূর্তি হবে। এ ক্ষেত্রে ২৪/১০/২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২৪ দিনের সুদ ২৪/১০/২০১২খ্রিঃ তারিখের স্থিতির উপর এবং ২৫/১০/২০১২খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৬৮ দিনের সুদ ০৩ নং সূত্রানুসারে ২৪/১০/২০১৩খ্রিঃ তারিখের স্থিতির উপর হিসাবায়ন করতে হবেঃ

০১/১০/১২খ্রিঃ হতে ২৪/১০/১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২৪ দিনের মুনাফা	৩৪,০০০/- × ১২ × ২৪ ১০০ × ৩৬০	=২৭২/- টাকা
২৫/১০/১২ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১২খ্রিঃ পর্যন্ত ৬৮ দিনের মুনাফা	১৭,০০০/- × ১২ × ৬৮ ১০০ × ৩৬০	=৩৮৫/- টাকা

	মোট	=৬৫৭/- টাকা
০১/০১/১৩খ্রিঃ হতে ৩১/০৩/১৩খ্রিঃ পর্যন্ত ৯০ দিনের মুনাফা	১৭,০০০/- × ১২ × ৯০ / ১০০ × ৩৬০	=৫১০/- টাকা
০১/০৪/১৩খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৯১ দিনের মুনাফা	১৭,০০০/- × ১২ × ৯১ / ১০০ × ৩৬০	=৫১৬/- টাকা
০১/০৭/১৩খ্রিঃ হতে ৩০/০৯/১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৯২ দিনের মুনাফা	১৭,০০০/- × ১২ × ৯২ / ১০০ × ৩৬০	=৫২২/- টাকা
০১/১০/১৩খ্রিঃ হতে ২৪/১০/১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২৪ দিনের মুনাফা	১৭,০০০/- × ১২ × ২৪ / ১০০ × ৩৬০	=১৩৬/- টাকা

(খ) খেলাপী ঋণ গ্রহীতার হিসাবে মেয়াদোত্তীর্নের পরবর্তী সময় নির্ধারিত মুনাফার হারের সাথে ৩% যোগ করে হিসাব করতে হবে।

০২। <u>মুনাফা আরোপ সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়মাবলী</u> ঃ

(ক) ত্রৈমাসিক (ডিসেম্বর, মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে) ভিত্তিতে মুনাফা হিসাব করতে হবে। এতদ্ব্যতীত ঋণ পূর্ণ পরিশোধ, মামলা দায়ের, ঋণ দ্বৈভাগীকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মুনাফা মওকুফের আবেদন গ্রহণের সময় মুনাফা আরোপ করতে হবে।

(খ) কোন ঋণ হিসাবে কিস্তি/পাওনা আদায়ের পর ঋণ খতিয়ানে পোস্টিং কালে মুনাফার ডেবিট স্থিতি থাকলে প্রথমে তা ক্রেডিট করতে হবে। আদায়কৃত টাকা মুনাফার ডেবিট স্থিতি অপেক্ষা বেশী হলে সুদের ডেবিট স্থিতি সম্পূর্ণ ক্রেডিট করার পর অবশিষ্ট টাকা আসলে ক্রেডিট করতে হবে। ঋণ হিসাবে কিস্তি বা পাওনা আদায়ের পর মুনাফার ডেবিট স্থিতি না থাকলে আদায়কৃত টাকা ঋণের আসলে ক্রেডিট করতে হবে।

০৩) <u>অর্থ ঋণ আদালতে মামলা/মামলাধীন ঋণের ক্ষেত্রে মুনাফার হিসাব সম্পর্কিত নিয়মাবলী</u> ঃ

(ক) মামলাধীন ঋণের ক্ষেত্রে মামলা রুজুর সময় এবং পরবর্তীতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এ্যাডভেলোরাম কোর্ট ফি, আইনজীবীর ফি ও মামলা সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ ঋণের আসল হিসাবে গণ্য হবে এবং ঋণ খতিয়ানে আসলের কলামে ডেবিট করতে হবে। মামলা রুজুর পর দাবীকৃত অর্থাৎ আসল, মুনাফা, এ্যাডভেলোরাম কোর্ট ফি, আইনজীবীর ফি ও মামলা সংক্রান্ত অন্যান্য খরচসহ মোট পাওনাকে আসল হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। মামলা রুজুর পর দাবীকৃত টাকা সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবে কোন মুনাফা চার্জ করা যাবে না। দাবীকৃত টাকা পরিশোধের পর হিসাব বন্ধের সময় সংশ্লিষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে মুনাফা চার্জ করতে হবে। মামলা চলাকালীন মামলা সংক্রান্ত কোন খরচের প্রয়োজন হলে তা ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাবের আসল কলাম ডেবিট করে করতে হবে এবং উক্ত খরচের উপরও ঋণ হিসাব বন্ধের সময় যথারীতি মুনাফা আরোপ করতে হবে।

(১৪) ঋণের জামানত ঃ

ক) ঋণের পরিমান যাই হোক না কেন ঋণের বিপরীতে জমি বন্ধক/সহজামানত দিতে হবেনা। তবে গ্যারান্টার এর স্থায়ী বাসিন্দার প্রমানস্বরূপ বাড়ী-ঘর /জমির দলিল / পর্চার ফটোকপি/মুল কপি ঋণ গ্রহীতা/গ্যারান্টার জমা দিতে সম্মত হলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে রাখতে হবে।

খ) তবে কোন গ্যারান্টার বন্ধক হিসাবে গ্যারান্টারের বন্ধকী জমির মুল-দলিল/পর্চা/খারিজ/ হালসনের খাজনার রশিদ ব্যাংকে জমা দিতে সম্মত হলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োজনীয় চার্জ ডকুমেন্টস্ সম্পাদন করে রাখতে হবে। বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য মঞ্জুরীকৃত ঋণের ন্যূনতম ১.৫০ গুন হতে হবে। ঋণ বিতরনের পূর্বে সম্পত্তির সকল কাগজপত্র ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

গ) এছাড়া ঋণ গ্রহীতা নিজের জমির মূল-দলিল/পর্চা/খারিজ/ হালসনের খাজনার রশিদ ব্যাংকে জমা রেখেও ঋণ গ্রহন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ঋণ আবেদনের সময় বন্ধকী জমির মূল-দলিল/পর্চা/খারিজ/ হালসনের খাজনার রশিদ শাখায় জমা দিতে হবে।

(১৫) ঋণ আদায় কার্যক্রম ঃ

ক) প্রবাসে গমনেচ্ছুক ঋণ গ্রহীতার নিকটতম ব্যাক্তি অথবা তার গ্যারান্টার (Principal Gurantor) কে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক কিস্তি পরিশোধকারীর নামসহ কিস্তি ফেরত প্রদানের অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।

খ) গ্যারান্টার কর্তৃক ঋণ পরিশোধে অসুবিধা/বিলম্ব হলে যুক্তিসংগত কারন সহ তা যথাসময়ে জানানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ) ঋনের কিস্তি আরম্ভ হওয়ার সঠিক তারিখ ঋণ গ্রহীতা এবং গ্যারান্টারকে জানানো হবে। তিনি ঐ সময় থেকে নিয়মিত ভাবে কিস্তি পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

ঘ) ঋণ গ্রহন করে যে দেশে কর্মে নিয়োজিত হবেন সে দেশে বাংলাদেশ দূতাবাস/কনসাল জেনারেল অফিস থাকলে বা যে অধিক্ষেত্রের দূতাবাস ঐ দেশ নিয়ন্ত্রণ করে সে দেশের দূতাবাসকে ঋণ অনুমোদনের (Sanctionted Order) আদেশ অবগত করানো হবে।

ঙ) রেমিটেন্স প্রেরণ কার্যক্রম প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে উক্ত ঋণ গ্রহীতার হিসাব কার্যকর হবে এবং ঐ হিসাবের মাধ্যমে টাকা প্রেরণ করার পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।

চ) ঋণ গ্রহীতা চাকুরীতে যোগদানের সাথে সাথে দ্রুততার সহিত চাকুরীস্থল, নিয়োগকর্তার বিস্তারিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে অবগত করতে হবে।

ছ) স্থানীয় জিম্মাদারকে ঋণের কিস্তি জমা প্রদান বিষয়ে সকল শর্তাদি জানানো হবে এবং যথাসময়ে ঋণ ফেরৎ প্রদানের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হবে।

জ) ঋণ আদায় নিবিড় পর্যালোচনার জন্য স্থানীয় তদারককারী সংস্থা / ব্যাক্তি নিয়োগ করা হবে। যিনি তদারকি করে ঋণ আদায় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন।

ঝ) কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির গ্যারান্টার (Principal Gurantor) এর ব্যর্থতা গণ্য করে ২য় গ্যারান্টারের মাধ্যমে তা আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঞ) ধার্য তারিখে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার বিষয় পত্রের মাধ্যমে জানানো হবে এবং তাগাদা দেয়া হবে।

ট) গৃহীত ঋণ নির্ধারিত সময়ে প্রদানে ব্যর্থ হলে উক্ত ঋণ গ্রহীতার আত্মীয় বা নিকটজনদের ঋণ প্রদানে উৎসাহিত করা হবে। যদি সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে ঋণ খেলাপির বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

ঠ) শাখায় ঋণের কিস্তি ও অন্যান্য অর্থ আদায়কালে ডেবিট: নগদ ভাউচার ৩ (তিন) কপি প্রস্তুত করতে হবে। প্রথম কপি ভাউচার হিসাবে ব্যবহৃত হবে। দ্বিতীয় কপি ঋণের টাকা পরিশোধকারীকে প্রদান করতে হবে। তৃতীয় কপি বই এর সঙ্গে থাকবে। প্রথম ও তৃতীয় কপির পিছনে টাকা পরিশোধকারীর স্বাক্ষর নিতে হবে। একটি ভাউচার বই ব্যবহার করা শেষ হলে তৃতীয় কপিসহ সিকিউরিটি ডকুমেন্ট হিসাবে উহা শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে।

~~(১৬)~~ ঋণের চার্জ ডকুমেন্ট ঃ

যে কোন পরিমান ঋণের ক্ষেত্রে

	ডকুমেন্টের বিবরন	ষ্ট্যাম্পের মূল্যমান
ক)	ডাবল পাটি ডিপি নোট	২০ টাকার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।
খ)	ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার	ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই
গ)	লেটার অব কন্টিনিউটি	ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই
ঘ)	তৃতীয় পক্ষের ব্যাক্তিগত গ্যারান্টি	১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পযুক্ত

ঙ)	হলফনামা	১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) আঠালো ষ্ট্যাম্পযুক্ত
চ)	অঙ্গীকারনামা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) আঠালো ষ্ট্যাম্পযুক্ত
ছ)	ঋণ গ্রহীতার জমি বন্ধকী দলিল	১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত ।
জ)	গ্যারান্টারের জমি বন্ধকী দলিল	১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকার এ্যাডহেসিভ-ষ্ট্যাম্পযুক্ত ।

(১৭) এছাড়াও ঋণ সংক্রান্ত কতিপয় নির্দেশনা নিম্নে দেয়া হ'ল-

ঋণ সংক্রান্ত কতিপয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা না থাকায় বিভিন্ন শাখা ব্যবস্থাপকগণ তাদের নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী কার্যাদি সম্পাদন করেন। ফলশ্রুতিতে একই ধরনের কাজ সম্পাদনে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এ সকল ক্ষেত্রে শাখার কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যতা আনা প্রয়োজন। এছাড়াও বিভিন্ন শাখা হতে কিছু ক্ষেত্রে স্পষ্টীকরণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হলো ঃ

(১) একই দিন একাধিক ঋণ বিতরণ করা হলে প্রতিটি ঋণের জন্য আলাদা ভাউচার করতে হবে;

(২) ঋণ খতিয়ান ও ঋণ আবেদন গ্রহণ রেজিষ্ট্রারের সকল কলাম পূরণ করতে হবে;

(৩) ডেবিট নগদ ভাউচার ও বদলী ভাউচারে বিস্তারিত বিবরণ লিখতে হবে। যেমন :-

ডেবিট নগদ ভাউচার ঃ উক্ত পরিমাণ টাকা ঋণের কিস্তি / সঞ্চয়ের কিস্তি/ স্ট্যাম্প খরচ / মৃত্যু ঝুঁকি/ ডাউন পেমেন্ট/ ..... বাবদ আদায় করা হলো।

বদলী ভাউচার ঃ উল্লেখিত পরিমাণ টাকা সংযুক্ত ভাউচার মোতাবেক আদায় করে হিসাবভুক্ত করা হলো/ ঋণ হিসাবে বিতরণ করা হলো/ সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক ঋণ হিসাবে সুদ চার্জ করে হিসাবভুক্ত করা হলো/ সংযুক্ত ভাউচার মোতাবেক সঞ্চয়ী হিসাবে সুদ প্রদান করে হিসাবভুক্ত করা হলো/ .....) ;

(৪) উদ্যোক্তা/গ্যারান্টারের ছবি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে কর্মরত জুনিয়র অফিসার হতে তদোর্ধ পদমর্যাদার যে কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। তবে ব্যবস্থাপক ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক সত্যায়ন করা হলে ব্যবস্থাপক কর্তৃক তা প্রতিস্বাক্ষর করতে হবে। এছাড়াও ১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার/ সরকারী/আধাসরকারী/রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা/ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ পৌর কমিশনার কর্তৃক সত্যায়ন করা যাবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণের তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তা প্রতিস্বাক্ষর করতে হবে;

(৫) ঋণ খতিয়ানে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার সঞ্চয়ী হিসাবের নম্বর লিখে রাখতে হবে;

(৬) সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন ব্যক্তি নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ঋণের গ্যারান্টার হতে চাইলে ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে জমির দলিল/ পর্চা/মালিকানা সম্পর্কিত কাগজপত্র জমা দিতে হবে না। তবে ১.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্ব পরিমাণ ঋণের ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত প্রমানপত্র জমা নিতে হবে। সাধারণ গ্যারান্টারের মতো নিজের জমির দলিল/ পর্চা জমা দিয়ে সরকারী/ আধাসরকারী/ স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন ব্যক্তি গ্যারান্টার হতে চাইলে সেক্ষেত্রে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজন নেই;

(৭) ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন গ্রহণকালে বিধি মোতাবেক ঋণ স্থিতির নির্দিষ্ট হারে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণের বিধান প্রচলিত আছে। মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন গ্রহণের তারিখের পূর্ববর্তী ৬০ দিন সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবের জমা ডাউন পেমেন্ট হিসাবে বিবেচনা করা যাবে;

(৮) ঋণের গ্যারান্টার/ উদ্যোক্তার সম্পত্তির তফশীলে কোন পরিবর্তন না হলে পূনঃ ঋণ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ কালে ঋণ প্রস্তাবের সাথে সম্পত্তির কাগজপত্রের কপি প্রেরণ করতে হবে না। তবে সম্পত্তির বিবরণ, পরিমাণ ও মূল্য উল্লেখ করতে হবে;

(৯) ঋণের বিপরীতে গৃহীত সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ত্ব সম্পর্কে ইতোপূর্বে আইনগত মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকলে এবং ঐ একই সম্পত্তির মূলদলিল জমা রেখে পূন: ঋণ/ বর্ধিত ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ত্ব সম্পর্কে নতুন করে আইনগত মতামত গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী এতদসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেয়া হলো।

(১৮) অভিবাসন ঋণ আবেদনের প্রাক যোগ্যতামূলক কাগজপত্র ঃ

ক) ঋণ আবেদনকারীর সদ্য তোলা ৩ (তিন) কপি সত্যায়িত ছবি, ভোটার আইডি কার্ডের সত্যায়িত কপি, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানার পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি।

খ) ঋণ আবেদকারীর জামিনদারের প্রত্যেকের সদ্য তোলা ২ কপি সত্যায়িত ছবি, ভোটার আইডি কার্ডের সত্যায়িত কপি, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানার পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি।

গ) জামিনদারদের যে কোন এক জনের ব্যাংক একাউন্টের নম্বরসহ স্বাক্ষরকৃত চেক এর পাতা ০৩ টি।

ঘ) আবেদনকারীকে দূতাবাস কর্তৃক প্রদত্ত ভিসা ও লেবার কন্ট্রাক্ট (যেখানে বেতন ভাতাদি উল্লেখ রয়েছে)এবং ভিসার যথার্থতা বিষয়ে বিএমইটি/বোয়েসেলের প্রত্যয়ন।

ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ এর সত্যায়িত ফটোকপি (যদি থাকে)

চ) অভিবাসন ব্যয়ের বিবরনী (ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক উপস্থাপিত) (Migration cost statement)।

ছ) শারীরিক যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি।

জ) আবেদনকারীর বিদেশের কর্মস্থলের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর/ই-মেইল ঠিকানা ইত্যাদি (যদি সম্ভব হয়)।

ঝ) ম্যানপাওয়ার কার্ড বা বিএমইটি কর্তৃক ইস্যুকৃত স্মার্ট কার্ড এর উভয় পিঠের ফটোকপি।

ঞ) গৃহীত ঋণ ফেরত প্রদানের বর্ননা।

ট) কর্ম অভিজ্ঞতার স্বপক্ষে সনদ (প্রয়োজন সাপেক্ষে)।

ঠ) স্থানীয় ভাষায় অনুবাদকৃত ভিসার কপি (প্রয়োজন সাপেক্ষে)।

ড) যে এজেন্সির মাধ্যমে বিদেশ যাবেন অথবা বিমান টিকেট ক্রয় করবেন সে এজেন্সি কর্তৃক সম্ভাব্য যাত্রার তারিখসহ প্রত্যয়ণ।

ঢ) বিমান টিকেটের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

ণ) পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি।

ত) হলফনামা।

(১৮) বীমা স্কীম

০১। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতাগণ বিনা জামানতে ঋণ নিয়ে প্রবাসে যাচ্ছেন বিধায় ঋণ আদায়ে ঝুঁকি থাকে। এছাড়াও প্রবাসে কোন ধরনের মৃত্যু অথবা দূর্ঘটনাজনিত কারনে কোন ধরনের অঙ্গহানি হলে ঋণ আদায়ে আরো বেশী অনিশ্চিয়তা দেখা দেয়। তৎজন্য যে কোন ব্যক্তি প্রবাসে যাওয়ার জন্য অত্র ব্যাংক থেকে ঋন গ্রহন করলে তার জন্য ঋণ গ্রহীতাকে বাধ্যতামূলক বীমার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বীমা কোম্পানীর সাথে এ সংক্রান্ত চুক্তি থাকায় ঋণ গ্রহীতাদের বীমা খোলা এবং হিসাব পদ্ধতি নিম্নরূপ-

প্রিমিয়াম		প্রিমিয়াম অতিরিক্ত		প্রাপ্ত টাকা
প্রিমিয়াম ৫০০/- টাকা ১ বছরের জন্য ১,০০০/- টাকা ২ বছরের জন্য	দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হলে	১৭৫/- টাকা ১ বছরের জন্য ৩৫০/- টাকা ২ বছরের জন্য	দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যু অথবা স্থায়ীভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম হলে	৫০,০০০/-
প্রিমিয়াম ১০০০/- টাকা ১ বছরের জন্য ২০০০/- টাকা ২ বছরের জন	দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হলে	৩৫০/- টাকা ১ বছরের জন্য ৭০০/- টাকা ২ বছরের জন্য	দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যু অথবা স্থায়ীভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম হলে	১০,০,০০০/-
প্রিমিয়াম ১৫০০/- টাকা	দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হলে	৫২৫/- টাকা ১ বছরের জন্য	দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যু অথবা স্থায়ীভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম	১,৫০,০০০/-

১ বছরের জন ৩০০০/- টাকা ২ বছরের জন্য		১০৫০/- টাকা ২ বছরের জন্য	হলে	
প্রিমিয়াম ছাড়াও অতিরিক্ত ৫০০/-, ১০০০/-, ১৫০০/- প্রিমিয়াম জমা দিতে হবে	কোন কারনে ৩ মাসের মধ্যে ফেরত আসলে	---	---	যথাক্রমে ১০,০০০/-, ২০,০০০/-, ৩০,০০০/-

হিসাব পদ্ধতি

ক) ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক বীমা খোলা হলে-

ডেবিট	ক্রেডিট
সার্ভিসিং ব্যাংক হিসাব	প্রদেয় হিসাব (বীমা)

খ) প্রতি মাস শেষে প্রদেয় খাতে রক্ষিত টাকা বায়রা লাইফ ইন্সুর‍্যান্স কোঃ / প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হলে ঃ

ডেবিট	ক্রেডিট
প্রদেয় হিসাব (বীমা)	সার্ভিসিং ব্যাংক হিসাব (একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে) অথবা পিকেবি সাধারন হিসাব

০২। স্কীমের শর্তাবলী ঃ

১. এ স্কীম চালুর পর শুধুমাত্র ব্যাংকের অভিবাসী ঋণ কর্মসূচীর অধীন যে সমস্ত ঋণ গ্রহীতা ঋণ গ্রহণ করবেন সে সকল ঋণ গ্রহীতা বাধ্যতামূলকভাবে এ স্কীমের সদস্য হবেন ;
২. ঋণ বিতরণের সময় ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে উপরোক্ত হারে প্রিমিয়াম গ্রহণ করবেন।
৩. এ স্কীম ঋণ গ্রহীতাকে ঋণের মেয়াদকালে তার মৃত্যু পরবর্তী অথবা অঙ্গহানিজনিত দায় সমন্বয়ের নিশ্চয়তা দেবে। দায় বলতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের নিকট সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার দায় বুঝাবে ;
৪. ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখেই **বীমা** সুবিধা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসায়ন হয়ে যাবে। ঋণ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে ঋণটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলেও এ স্কীমের আওতায় কোন বীমা সুবিধা প্রাপ্য হবেন না ;
৫. এ স্কীম ঋণ গ্রহীতার দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যু এবং স্থায়ীভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম হলে আদায় ঝুঁকি বহন করবে।
৬. ঋণের মেয়াদকালে **বীমা গ্রহীতা** নিয়মিত কিস্তি পরিশোধকালীণ কিংবা কিস্তি আংশিক পরিশোধ করে মৃত্যুবরণ/স্থায়ীভাবে সম্পূর্ণ অক্ষম হলে ব্যাংকের পাওনা এ স্কীম হতে সমন্বয় করা হবে।
৭. ঋণ সমন্বয়ের পর কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকিলে তা মৃত্যুবরণকারী ঋণ গ্রহীতার ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হবে।

মৃত্যু পরবর্তী দায় সমন্বয় ঃ কোন ঋণ গ্রহীতা মারা গেলে ঐ ঋণ হিসাবে আর কোন সুদ চার্জ হবেনা। ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু সংবাদ অবহিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী ও শাখা ব্যবস্থাপক যৌথভাবে সরেজমিনে তদন্ত করে তা নিশ্চিত হবেন। অত:পর সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবটি আলোচ্য স্কীমের আওতায় সমন্বয়ের জন্য সুপারিশ সহকারে প্রধান কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

প্রধান কার্যালয় প্রস্তাব পাওয়ার পর উহা সমন্বয়ের জন্য বায়রা লাইফ ইনস্যুরেন্স কে সমন্বয়ের জন্য অনুরোধ করবেন। বায়রা লাইফ হতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ের পর ঋণ স্থিতি সমন্বয় পূর্বক হিসাবটি বন্ধ করতে হবে।